REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে সঙ্গে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা ভাদ্র বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 18th August 1920. | ১২শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠত্বই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমনা হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধ। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক মহাত্মা কুল-মহিলাকে কৃচ্ছসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবস্থা করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি ... ১।০ দেড় টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বহং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" ধ্বংস নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অন্ন উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবের বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুহ এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ চি, সি, বেজবড়ুয়া, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷৵০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

—০—

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)

৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,

৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড

নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল—মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা ভাদ্র বুধবার, ১৩২৭ সাল।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

আমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ এস, এডি জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিয়া ছিলেন। তিনি স্বীয় বিভাগীয় কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া মফঃস্বলেরও অনেক স্থান পুরিদর্শন করিয়াছেন আগামী ২৬শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার জঙ্গিপুরে স্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মধ্যে আপীলের মোকদ্দমা শ্রবণার্থ বহরমপুরে গিয়া তাঁহার পায়ে ব্যাথা হয় তজ্জন্য তিনি আর আসিতে পারেন নাই। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের নব নির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্য তাঁহার দ্বারা করাইবার জন্য বিদ্যালয়ের কমিটি বাসনা করিয়াছিলেন। সাহেব বাহাদুর আসিতে না পারায় এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

—০—

পুলিশ সাহেব।

—:০:—

মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি ক্লিয়ার রঘুনাথগঞ্জ থানা পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সুতী গমন করেন। তথা হইতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—০—

মরণ-বরণ।

—০—

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত জঙ্গিপুরের দুর্গতি নিবারণ জন্য বাঙ্গলার স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে একজন ডাক্তার, একজন কেরাণী ও ৫। ৬ জন পিওন নিযুক্ত করা হয়। এই ডাক্তারের অফিস জঙ্গিপুরের পারে স্থাপিত হইয়াছে। পাঁচকড়ি সাহা নামক জনৈক যুবক এই অফিসের কেরাণী। আজ কয়েক দিন হইল পাঁচকড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানায় আসিয়া এজাহার করে যে তাহাদের আফিস ঘরের দরজা খুলিয়া কে বা কাহারা ৩১ বাক্স কুইনাইন চুরি করিয়াছে। থানার দারোগা বাবু তাহার কুইনাইনের হিসাব বহি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ৭৫ বাক্স কুইনাইনের মধ্যে মাত্র ৩ বাক্স কুইনাইন বিতরিত হইয়াছে; ৩১ বাক্স চুরি গেলে ষ্টকে ৪১ বাক্স কুইনাইন মজুত থাকে। দারোগা বাবু পাঁচকড়িকে এই ৪১ বাক্স কুইনাইনের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে এক বাক্সও মজুদ নাই। কাজেই পাঁচকড়িকে পর দিন প্রাতে আবার থানায় হাজির হইতে বলেন। প্রত্যুষে জঙ্গিপুরের টাউন হেড-কনেষ্টবল থানায় সংবাদ দেন যে পাঁচকড়ি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার জীবনের আশা খুব কম। সংবাদ পাইবা মাত্র থানার দারোগা বাবু স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া পাঁচকড়ির বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন হতভাগ্য ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করায় অতিকষ্টে বলে যে সে ৪।৫ আউন্স সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড খাইয়া কড়িকাঠে এক খানি তার লাগাইয়া উদ্বন্ধনে মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিশ ও ডাক্তার বাবু তাহার সময়োচিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যে মধ্যে হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। পাঁচকড়ি দেয়ালে লিখিয়া রাখিয়াছিল „মৃত্যু! লজ্জা নিবারণ কর।" পুলিশ এখন কুইনাইন চুরির তদন্ত করিতেছেন। তদন্ত আমলে মোকদ্দমার কথা বলা আইনবিরুদ্ধ। তবে আমরা বলিতে হকদার যেন এই মামলার খুব জোর তদন্ত হইয়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই দুষ্কর্ম্মের মধ্যে থাকে তাহার সমুচিত শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকার দীন প্রজার জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ বিতরণ করিবেন আর দুর্বৃত্তগণ বহু কাঙ্গালকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করিবে। সরকার অনেক বিভাগেই এমন দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন।

—০—

লর্ড সিংহ লাট হইলেন।

—:০:—

আজ বহুদিনের গুজব সত্যে পরিণত হইল। আজ সত্য সত্যই শ্রীযুত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ বিহার উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। এই দুর্দ্দিনে, এই অন্নবস্ত্রের হাহাকারের দিনে, ভারতের নানাবিধ দুর্গতির দিনে, আজ ভারতের লর্ড সিন্‌হা, বঙ্গের এস, পি, সিন্‌হা, বীরভূমের শ্রীযুত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রায়পুরের সুসন্তান সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বাঙ্গালীর স্বপ্নের অগোচর লাট সাহেবী পদ পাইলেন। তাই আজ ভারতের শুক্‌নো মুখে হাসির সঞ্চার হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত দেখিলে খুব অসম্ভব সম্ভব হইল বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে বাঙ্গালীর একটী প্রদেশের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আজ বাঙ্গালীকে খুব বাড়াইলে। তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক। বাঙ্গালীর গৌরব এস লর্ড সিংহ, একবার লাটাসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাদের নয়ন পরিতৃপ্ত কর। তোমার দ্বারা আজ অসম্ভব সম্ভব হইল। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া পরমসুখে পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ভাবে ভোগ কর ইহাই আমাদের কামনা।

—০—

এপিফেনীর মামলা।

—:০:—

হাওড়ায় মাজিষ্টর মিঃ লজের এজলাসে হাওড়ার উকীল শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার খ্রীষ্টান সংবাদ পত্র 'এপিফেনি'র নামে মানহানির দাবিতে নালিশ করিয়াছেন। অভিযোগ,— 'এপিফেনিতে' হিন্দু বিধবাগণের অধিকাংশই ভ্রষ্টচরিত্রা বলিয়া এক পত্র ছাপা হইয়াছিল। এই অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। আসামী তিন জন—'এপিফেনি'র সম্পাদক বলিয়া পাদরী সোন্ত; প্রিণ্টার বলিয়া মিঃ ডি, এল, মনরো এবং উপরিউক্ত পত্রের লেখক বলিয়া নদীয়া নিবাসী হামিদার হোসেন জোয়ারদার। ৩নং আসামি পত্রলেখকের বয়স সতর বৎসর মাত্র। গতপূর্ব্ব বুধবার এই মামলা উঠিয়াছিল। এদিন মামলা উঠিবার পূর্ব্বেই ৩নং আসামী পত্রলেখক কোনরূপ সর্ত্ত বা কোনরূপ খোঁচ খাঁচ না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন; বলেন, তিনি সতর বৎসরের বালক বলিয়া, বিচার বুদ্ধির অভাব এবং অপক্কতা হেতুই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি হিন্দু ভ্রাতৃগণ এবং হিন্দু ভগিনীগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার আশা, ইহাতে হিন্দু মুসলমানগণের ভিতর সদ্ভাব স্থাপিত হইবে। ২নং আসামী মিঃ মনরোও লিখিত ক্ষমা-প্রার্থনা পত্র পেশ করেন। তিনি ঐ পত্র এবং মন্তব্য 'এপিফেনী'তে প্রকাশিত হওয়ার দরুণ দুঃখ প্রকাশ করেন; বলেন, হিন্দুগণের হৃদয়ে আঘাত করিবার কোন ইচ্ছাই তাঁহার ছিলনা। তিনি বলেন, 'এপিফেনির' প্রিণ্টারের কার্য্য তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। ফরিয়াদির উকীল ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণে সম্মত হইলেও ফরিয়াদী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার আপোষ নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন না। এ দিন ১নং আসামীর প্রতিনিধি কেহই আদালতে উপস্থিত হন নাই। আবার ২১শে আগষ্ট দিন পড়িয়াছে।

—:০:—

আত্ম গোপন।

—:০:—

আমরা ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী যেমন প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে চির অভ্যস্ত এমন বোধ হয় অন্য কোন দেশবাসী

নহে। আমরা দীন ভিখারী হইয়া বাদসাহী চাল চালিতে, উপবাস করিয়া পোলাওএর উদগার তুলিতে, ধোপার কাছে কাপড় ভাড়া লইয়া বাবু সাজিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করিনা। কথাটা অপ্রীতিকর হইবে অনেকের কাছে, কেননা আজকাল চৌদ্দ আনা লোকই এমনি দরিদ্রতার উপর গিল্‌টী করিয়া কেমিকেল বাবু সাজিয়া থাকেন। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সত্ত সত্ত মতান্তর উপস্থিত হইবে। কেহ বলিবেন নিজের হীনতা দেখাইতে গেলে লোকচক্ষে হীনই হইব কেহত তরাইবেনা, অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াও দিবে না। কিন্তু এই সম্ভ্রম রাখিতে যে প্রাণ শেষ হইয়া যাইতেছে তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। ইহাতে নিজের ক্ষতি যাহা হয় তাহা ত হইবেই, পরন্তু দেশেরও খুব ক্ষতি প্রত্যক্ষে করিতেছি তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। দেশ অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছে, বস্ত্রাভাবে অধিকাংশ নরনারীই উলঙ্গ বা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। শতকরা নব্বই জন লোকই একটা না একটা রোগে ভুগিতেছে। সভ্য নেতৃবর্গ উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন 'সরকার! প্রতিকার কর নতুবা প্রজাগণ মরিতে বসিয়াছে।' সংবাদ পত্র সমূহও এই মহার্ঘতা ও দেশের দৈন্য দুঃখ সম্বন্ধে নিত্য আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু যখনই কোন উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী পরিদর্শনার্থ কোন স্থানে উপস্থিত হইতেছেন অমনি সেই স্থানে সরকারী অফিসার ও গণ্য মান্য সভ্যবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য রাজসূয়ের আয়োজন করিতেছেন। নাচ গান, বাজী পোড়ান, টিপার্টি, গার্ডেন পার্টি ইত্যাদির ধুম লাগাইয়া দিয়া রাজপুরুষের নিকট দেশের ঐশ্বর্য্যের নমুনা দেখাইতেছেন। পরিদর্শক রাজপুরুষও তাহাতে দেশের দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অভিযোগ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। বরং স্থানীয় প্রজাবৃন্দ বেশ সুখে কাটাইতেছেন ইহাই অনুমান করিতে পারেন। কেবল স্থানীয় কতিপয় জ্যান্ত জ্যান্ত লোকের কর মর্দ্দন করিয়া তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া বারকত থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। দূরে হইতে তাঁহাদের নিকট যে আবেদন করি নিকটে আসিলে তাহার সমস্তই গোপন রাখিয়া দীন দরিদ্রকে তাঁহাদের দৃষ্টি পথ হইতে বহু দূরে রাখিবার চেষ্টা করি। ফলে তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারেন না। যে বাবুরা কাঙ্গালীকে একটী পয়সা দেওয়া অপব্যয় মনে করেন টীপার্টি গার্ডেন পার্টিতে ২৲।৫৲ চাঁদা দিয়া অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন। দোষ সরকার অপেক্ষা আমাদেরই বেশী। আমরা সরকারের কাছে আত্মগোপন করা অভ্যাস যতদিন না ছাড়িব ততদিন প্রতিকার হওয়া অসম্ভব।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

বা

আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ।

২৯, নং ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—:০:—

এইবার এই কলেজ ৫ম বর্ষে দার্পণ করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহার দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। সার আশুতোষ বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—দুইটী বিভাগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের জ্ঞান আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বিভাগে পড়িবার অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আদৌ জ্ঞান না থাকিলেও বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক কথায় যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা ঐ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা লয়। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের ইহা মাহেন্দ্র সুযোগ।

এই কলেজে আরও সুবিধা।

গুরুগৃহে কেবলমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু এই কলেজে গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন কথাচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশ বা লেকচার প্রদানে এবং শবব্যবচ্ছেদাদি পূর্ব্বক শিক্ষা দান করা হয়। অঙ্গ বিনিশ্চয়বিদ্যা বা এনাটমী, দ্রব্যগুণ, রোগবিনিশ্চয় বা প্যাথলজি এবং শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ছাত্র শিক্ষার পন্থা যথেষ্ট সুগম করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ বহুসংখ্যক রোগী সমগত হইয়া থাকে, এই জন্য ছাত্রগণের রোগী সন্দর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ। সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে এবং বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গ বা একদিকে ডাক্তারি ও অপর দিকে কবিরাজী শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক এক এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎক হইতে পারিবেন। ইহারা যে গ্রামে চিকিৎসা করিবেন, সে গ্রামে আর কাটা-ফাড়া এবং প্রসূতি খালাসের জন্য ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইবে না। এরূপ ভাবে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার এই প্রথম সুযোগ,—ইহা স্বাপ্নাতীত ব্যাপার,—এই কলেজের অনুষ্ঠানে দেশে আবার 'চরক সুশ্রুতের' যুগ ফিরাইয়া আনিবার ব্যস্থা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ নামক একখানি চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক মাসিক পত্র এই কলেজ হইতে বাহির হওয়ায় চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠেও ছাত্রগণ অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মাননীয় সার্জ্জন জেনারল এডওয়ার্ডস এবং বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কউন্সিলের মেম্বর মাননীয় কীট্‌সন্ বেল এবং দেশের রাজা মহারাজা প্রভৃতি কলেজ পরিদর্শনে ইহার শিক্ষা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কলেজ সংলগ্ন "মেসে" ছাত্রদিগের থাকিবার স্থান, তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া হয়। শ্রাবণ হইতে এবার নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। মাসিক বেতন ২৲ প্রবেশ ফি ৫৲ টাকা এক সঙ্গে ৬ মাসের বেতন দিতে হয়। এবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র লওয়া হইবে, এজন্য শীঘ্র আবেদন করুন।

কবিরাজ—শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন
এম এ এম, বি, প্রিন্সিপ্যাল।

—০—

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে-অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনাক প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদি কর রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

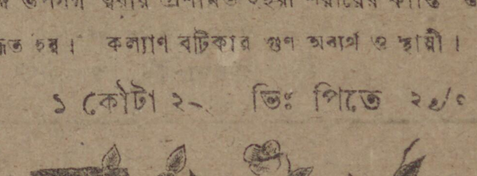

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।

১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ